

কুরআন বোঝার হাতেখড়ি

[কুরআনের মৌলিক জ্ঞান, অর্থসহ ১০০টি আয়াত,
৬টি সূরার আদ্যোপান্ত ও কালার কোডেড
কুরআনের ৪৫% শব্দভান্ডার]

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ মুহসিন মাশকুর

হিফজুল কুরআন, দাওরায়ে হাদীস (মাদানী নগর মাদ্রাসা), বি.এ, এম.এ,
এম.ফিল (কুরআনের অর্থ শিক্ষণ পদ্ধতি বিষয়ে গবেষণাসহ) আরবী বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে সর্বোচ্চ ফলাফলের
জন্য 'প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক-২০১৫' ও 'ডিনস অ্যাওয়ার্ড' প্রাপ্ত)।

খণ্ডকালীন শিক্ষক, আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পার্ট টাইম
ফ্যাকাল্টি, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি (আই.ইউ.টি),
গাজীপুর। খতীব, পূর্ব কুনিপাড়া জি.এম.জি জামে মসজিদ, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফেলো, ডি.ডি.এস, যুক্তরাষ্ট্র

ইলমগার

অনুভূতির অভিব্যক্তি

আলহামদুলিল্লাহ! ওয়াস স্বলাতু ওয়াস সালামু আ'লা রাসূলিল্লাহ!

একটি গ্রন্থ একটি স্বপ্ন। একটি গ্রন্থ একজন মানুষের সন্তানের মতো। সন্তানের প্রসব বেদনার মতো গ্রন্থেরও একটি প্রসব বেদনা আছে। 'কুরআনের অর্থ শিক্ষণ পদ্ধতি: বাংলা ভাষাভাষীদের ওপর একটি প্রায়োগিক সমীক্ষা' শিরোনামে ২০১৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে আমি এম.ফিল গবেষণা (মাস্টার অফ ফিলোসফি) শুরু করি। ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে আমার এম.ফিল গবেষণাটি সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ! এই গ্রন্থটি আমার স্বপ্নেরই প্রতিফলন; আমার এম.ফিল গবেষণার ক্ষুদ্র একটি অংশ।

আমাদের দেশের আর্থসামাজিক অবস্থায় যেখানে অধিকাংশ মানুষ বিস্মৃত করে কুরআনই পড়তে জানে না, সেখানে কুরআনের মর্মার্থ অনুধাবন নিয়ে কথা বলতে যাওয়া একটি বিলাসিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটি সত্য কথা। কিন্তু এই কথাটিও সত্য যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ জানেই না যে, মুসলিম হিসেবে তাঁদের কুরআন বুঝেও পড়া দরকার। আজ হোক বা কাল, তাদেরকে মৃত্যুর একদিন আগে একবারের জন্য হলেও কুরআন বুঝে পড়া দরকার। অন্তত অর্থ বুঝে কুরআন পড়ার গুরুত্বটা বোঝা দরকার। এ চিন্তা থেকেই আমাদের কলম ধরা।

২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কথা। 'টেন মিনিট স্কুল' এর সাথে আমার এম.ফিল গবেষণার ওপর ভিত্তি করে সর্বসাধারণের জন্য একটি ফ্রি ভিডিও কোর্স তৈরির কথা হয়। দীর্ঘ প্রায় ৮ মাস যাবৎ, নির্ধুম রাত জেগে, প্রায় পাঁচশত কর্মঘণ্টা ব্যয় করে, ১৪৪৪ হিজরী, ১৩ রমজান মোতাবেক ২০২৩, এপ্রিল মাসের ৪ তারিখ আমার কোর্সটি 'টেন মিনিট স্কুল' এর ওয়েবসাইটে ফ্রি কোর্স হিসেবে

প্রকাশিত হয়। কোর্সটিতে ১৭টি লেকচারে প্রায় ৭ ঘণ্টার ভিডিও রয়েছে। প্রতিটি ভিডিওর সাথে অনুশীলনের জন্য দেওয়া আছে পিডিএফ ফাইল। এই অনুষ্ঠিতর অভিব্যক্তিটি যখন লেখা হচ্ছে, তখন পর্যন্ত মোট ৬৩,৪৬৬ (ষেষ্টি হাজার চারশত ছেষটি) জন কুরআনপ্রেমী মানুষ কোর্সটিতে বিনামূল্যে এনরোল করেছেন। আল্লাহর ফজলে প্রতিদিনই একশরও বেশি নতুন নতুন মানুষ এই কোর্সে এনরোল করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে ফরিয়াদ করছি, তিনি যেন বাংলা ভাষাভাষী মানুষকে এই ফ্রি কোর্সটি দ্বারা উপকৃত করেন ও তা আমাদের জন্য সাদাকায়ে জারিয়াহ হিসেবে কবুল করেন। পাঠকমহলের জন্য উপকারী মনে করে, এই গ্রন্থটিতে উক্ত কোর্সের কিছু কন্টেন্টকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিশুদ্ধ উচ্চারণে তাজবিদসহ কুরআন তিলাওয়াত প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ। অধিকাংশ মানুষ বিশুদ্ধ উচ্চারণে পরিপূর্ণ তাজবিদসহ কুরআন তিলাওয়াত শেখার প্রচেষ্টা সারাজীবন অব্যাহত রাখেন। এটি প্রশংসাযোগ্য কাজ। কিন্তু অনেকেরই পুরো জীবনে একবার অর্থসহ কুরআন পড়ার সৌভাগ্য হয় না। খুব কম মানুষই আরবী থেকে শব্দে শব্দে কুরআন বুঝে পড়ার বিষয়টির সাথে পরিচিত। যারাই বা নতুন করে আরবী থেকে শব্দে শব্দে কুরআন বুঝে পড়ার বিষয়টির সাথে পরিচিত হন, তাঁদের কাছে মনে হয় এটি কঠিন কাজ— আরবী ভাষার শক্ত শক্ত গ্রামারের নিয়মকানুন আর কঠিন সব নাহ-সরফের মারপ্যাঁচ। আসলে মানুষ যতটা কঠিন মনে করে, আরবী থেকে শব্দে শব্দে কুরআন বুঝে পড়া ততটা কঠিন নয়।

আমরা মানুষকে কুরআনের ‘মুফাসসির’ বানানোর চেষ্টা করছি না। আমরা শুধু বলছি, এই যে সুরা ফাতিহাতে আল্লাহ আপনার জন্য কী বলেছেন, তা শব্দে শব্দে আরবী থেকেই বুঝে পড়ুন, সালাতে আপনার মন বসবে, ব্যস এটুকুই। এ গ্রন্থটিতে কুরআন বোঝা নিয়ে মানুষের কিছু ভুল ভাঙানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ‘কুরআন বোঝার হাতেখড়ি’ গ্রন্থটি সবার জন্য কুরআন বোঝার পথে প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে। এখানে কুরআন বোঝার প্রাথমিক জরুরি বিষয়গুলো সবার জন্য সহজভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

আমাদের এই গ্রন্থটি উচ্চস্তরের পাঠকদের জন্য লেখা হয়নি। যাঁরা নিতান্তই কুরআন বিশুদ্ধ করে পড়ার পর কুরআন বুঝতে চান কিংবা মাত্র কুরআন পড়া ও শব্দে শব্দে আরবী থেকেই কুরআন বোঝার উপলব্ধি এসেছে; এখনো ভালো

করে কুরআন পড়তে জানেন না, তাঁদের জন্য আমাদের এই গ্রন্থ। এ কারণে আমরা এই গ্রন্থে প্রয়োজনীয় স্থানে আরবী শব্দ ও আয়াতের পাশাপাশি এর বাংলা উচ্চারণ দিয়ে দিয়েছি। যারা আগে থেকেই বিশুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন পড়তে পারেন, তাঁরা উচ্চারণের বিষয়টি দয়া করে এড়িয়ে যাবেন। তবে সকল শ্রেণির মানুষ এই গ্রন্থটি পড়লে কিছু না কিছু শিখবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

এই গ্রন্থটি লিখতে অনেকেই বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন। গ্রন্থটিকে সাধারণ পাঠকবান্ধব ও আউটকাম-বেজড করতে এবং কোথাও কোথাও বিশেষ সংযোজনসহ সংপরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন জনাব আহসান মাহবুব ইয়ামান। পরম সৌভাগ্য যে তাঁর মতো একজন বন্ধু আমার আছে। গ্রন্থটিতে মূল্যবান অভিমত দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের বর্তমান অনারারি প্রফেসর, আমার সরাসরি শিক্ষক এবং বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে আমার সহকর্মী, বাংলাদেশে আরবী অভিধান জগতের প্রবাদপুরুষ, সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান স্যার। স্যারের সুদীর্ঘ নেক হায়াত কামনা করছি। গ্রন্থটি রচনাকালীন (এক বছরের কিছু বেশি সময়) আমার ‘মেন্টাল হেলথ’ ভালো রাখতে বিভিন্ন সময়ে আমাকে বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে সাহস জুগিয়েছেন ওয়ারদা’র আম্মাজান। তাঁর জন্য সবিশেষ কৃতজ্ঞতা ও দোয়া রইল। আল্লাহ তাঁর ইহকাল-পরকালকে সুন্দর করুন। আমার বড় দুইভাই আমাকে কুরআনের খেদমত করার জন্য বরাবরই উৎসাহ প্রদান করে আসছেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁদের দিক-নির্দেশনা আমার জীবনে অন্যদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার জন্য উত্তম পাথেয় হিসেবে কাজ করেছে। রাব্বুল আলামীন তাঁদের উভয়কেই উত্তম বিনিময় দিন।

কুরআন একটি নির্ভুল গ্রন্থ। কুরআন নিয়ে লেখা এই গ্রন্থটিকে নির্ভুল করার আশ্রয় চেষ্টা চালানো হয়েছে। তারপরও কিছু ভুলত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। যেকোনো ধরনের ভুল কারো দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে নিচে দেওয়া ই-মেইলে জানানোর অনুরোধ করছি। পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা শুধরে নেব, ইনশাআল্লাহ! মহান আল্লাহ সবাইকে উত্তম বিনিময় দিন। ওয়াম্মা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এই গ্রন্থটিকে আমার বাবা-মা ও সংশ্লিষ্ট সবার নাজাতের অসিলা করেন। পাঠক-পাঠিকাদেরকে

কুরআনের অসিলায় আল্লাহ কঠিন কিয়ামতের দিন কোনো হিসাব ছাড়াই মাফ করে দিন। আমীন।

মা'আসসালাম,

মুহাম্মাদ মুহসিন মাশকুর

৪৬৫/১৮, পশ্চিম রামপুরা, বন্ধু নিবাস আবাসিক এলাকা, ঢাকা।

৯ শা'বান, ১৪৪৬ হিজরি, ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

mohsin.tve@iut-dhaka.edu

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান, আধুনিক ভাষা
ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক,
বাংলাদেশে আরবী অভিধান জগতের প্রবাদপুরুষ, সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রফেসর ড.

মুহাম্মদ ফজলুর রহমান স্যার এর

দোয়া ও অভিমত

Dr. Md. Fazlur Rahman
Professor & Ex. Chairman
Dept. of Arabic, University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh.



الدكتور محمد فضل الرحمن
استاذ ورئيس سابق
قسم العربية، جامعة دكا
دكا-١٠٠٠، بنغلاديش

Ref. No.

Date ০৭-০২-২০১৫

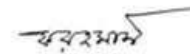
অভিমত

সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ দান "আল-কুরআনুল কারীম"। আল্লাহর নির্দেশে লওহে মাহফুজ থেকে ফেরেশতা জিব্রাইল (আ) মাধ্যমে মক্কার হোরা ওহায় মহানবী হযরত মুহাম্মদের (স) কাছে এর অবতরণ শুরু হয় এবং প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে তেইশ বছরে তা সমাও হয়। প্রথমবার সূরা আল-"আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নামিল হয়। একসাথে পূর্ণ সূরা হিসেবে প্রথম অবতীর্ণ সূরার নাম সূরা আল-ফাতিহা। অবতরণের পর তাৎক্ষণিকভাবে মহানবীর কাছ থেকে তনে তার নিকটস্থ অনুসারীরা এর অংশগুলো মুখস্থ করে কিংবা প্রয়োজনবোধে লিখে রাখতেন। মহানবীর ইনতেকালের পর সমগ্র কুরআন একত্রে লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থাকারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

"আল-কুরআনুল কারীম" মুসলমানদের কাছে সর্বাধিক পঠিত সমাদৃত গ্রন্থ। তবে শুধু সমাদর এই গ্রন্থের দাবি নয়। এর অর্থ বোঝা ও মর্ম অনুধাবন করা এবং তদনুযায়ী জীবনযাপন করাই হচ্ছে এর আসল দাবি। আরবী ভাষায় অবতীর্ণ এই কুরআনের অর্থ বুঝতে বিশেষ করে অনারবদের নানারকম প্রয়াস চালাতে হয় এবং নানান পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। আরবী ভাষাভাষীদেরকেও অনেক ক্ষেত্রে কুরআনের বিশেষ আলঙ্কারিক প্রকাশভঙ্গি বুঝতে বেগ পেতে হয়। রেহাস্পদ হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ মুহসিন মাক্কুর প্রণীত "কুরআন বোঝার হাতেখড়ি" বইটি বাংলা ভাষাভাষী বিভিন্ন বয়স ও পেশার পাঠকদের জন্য শব্দে শব্দে পবিত্র কুরআনের অর্থ বুঝতে সহায়ক একটি চমৎকার উদ্যোগ।

বইটিতে পবিত্র কুরআনের পরিচয় ও বিভিন্ন নাম, এর সূরাসমূহের নাম ও শ্রেণীবিন্যাস, রুত্ব সেজদা, মনজিল ইত্যাদির বিবরণ স্থান পেয়েছে। সূরা ফাতিহাসহ কিছু কিছু সূরা ও আয়াতের শব্দে শব্দে অর্থ বোঝার আকর্ষণীয় টেকনিক দেখানো হয়েছে। এতে কুরআন সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে এবং আরবী ভাষার পরিচয়, প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও মূল্যবান আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। সর্বোপরি, গ্রন্থটিতে কুরআনের অর্থ বোঝার কৌশল সম্পর্কে উপকারী দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বইটির ভাষা ও সামগ্রিক উপস্থাপনা বেশ প্রাঞ্জল দেখতে পেয়েছি।

আমার বিশ্বাস, এ বই থেকে পাঠক সংক্ষেপে পবিত্র কুরআনের একটি সর্বাঙ্গীন পরিচয় পাবে এবং এর অর্থ বুঝতে চমৎকার দিক-নির্দেশনা লাভ করবে। আশা করি, বইটির পরবর্তী সংস্করণসমূহে কুরআনের মর্ম অনুধাবনের জন্য লেখকের সুচিন্তাশ্রুত আরও নতুন নতুন কৌশল সংযোজিত হবে। আমি বইটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি এবং এর লেখক ও প্রকাশকের সাফল্য কামনা করি।


ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান
অধ্যাপক, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শুরুর কথা

সমস্ত প্রশংসা সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করে তাদের জন্য দিয়েছেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে সঠিকভাবে সকল কাজ করার জন্য একটি মহিমাম্বিত কিতাব। শতসহস্র দরুদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর, যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য শান্তির দূত হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। মানুষ সৃষ্টির পরিকল্পনাকালেই মহান আল্লাহ তাদের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের জন্য এমন একটি পরিপূর্ণ কিতাব পাঠানোর মহাপরিকল্পনা করে রেখেছিলেন, যার আলোকে মানবকুল তাদের ইহ ও পরকালীন জীবনকে সুসজ্জিত করবে। সেই পরিপূর্ণ কিতাবটিই হলো কুরআন। এই কুরআন এমনই একটি গ্রন্থ যাতে মানবজীবনের মৌলিক সকল বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে; একজন মানুষের প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠা শুরু করে রাতে ঘুমানো পর্যন্ত সকল কাজের নির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে কুরআনে।

বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত মহানবী (ﷺ)-এর ওপর মহাগ্রন্থ কুরআনের প্রথম যে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল তা হলো “اَفْرَأَيْتُمْ رِبَّكَ الَّذِي خَلَقَ” অর্থাৎ পড়া, তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। ইমান আনা ও নামাজ আদায় করা তথা ইসলামের অন্যান্য মৌলিক বিষয়ের অবতারণা না করে কেন মহাগ্রন্থ কুরআন প্রথমেই পড়ার বা জ্ঞান আহরণের নির্দেশ দিয়েছে তা নিঃসন্দেহে ভেবে দেখার বিষয়। একটু ভেবে দেখলেই একথা পরিষ্কার হয় যে, ইহলৌকিক জীবন সঠিক পথে পরিচালনা ও পারলৌকিক জীবনের সফলতার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন জ্ঞান। এ কারণেই কুরআন প্রথমেই জ্ঞান আহরণের নির্দেশ দিয়েছে। সুতরাং জ্ঞান আহরণ মুমিনের প্রথম ও প্রধান কাজ। আর যেহেতু কুরআন সকল জ্ঞানের আধার, জীব ও জীবনের সকল মৌলিক বিষয় কুরআনে নিহিত, সেহেতু মুমিনদেরকে কুরআনের জ্ঞান আহরণ করতে হবে।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। মুসলিমদের জন্য আল্লাহতায়ালা মনোনীত একমাত্র জীবনবিধান ইসলাম। এ জীবনবিধানের সকল মূলনীতি কুরআনে নিহিত। মহান আল্লাহ বলেছেন, “আর তোমার ওপর যে কিতাব (কুরআন) নাজিল করা হয়েছে তাতে রয়েছে সকল বিষয়ের বর্ণনা, হিদায়েত, রহমত এবং মুসলিমদের জন্যে সুসংবাদ।” (সূরা- ১৬ : নাহল, আয়াত - ৮৯)। অথচ ইসলামি জীবনবিধানের মূল উৎস কুরআন সম্পর্কে আমাদের সমাজের অধিকাংশ মুসলিমই অজ্ঞ।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এদেশের মুসলিমদের দেখে দেখে তাজবিদসহ বিশুদ্ধ করে কুরআন পড়ার প্রতি গুরুত্ব থাকলেও ইসলামি জীবনবিধানের প্রধান উৎস কুরআন আরবী থেকে শব্দে শব্দে বোঝার ব্যাপারে অধিকাংশ মুসলিমই উদাসীন। আমরা জানি, কুরআন নাজিল হওয়ার পর একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন জাতি আলোকিত জাতিতে পরিণত হয়েছিল। মানবতার সকল সমস্যার সমাধান হয়েছিল। এর মূল কারণ তারা কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝে তা জীবনের সকল পর্যায়ে যথাযথভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। যেমনটি আমরা দেখি যে, একজন নামাজ আদায়কারী সালাতে দাঁড়িয়ে ইমামের তিলাওয়াত শুনছেন— “যারা সুদ খায়, তারা (কিয়ামতের দিন) সেই ব্যক্তির মতো দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে। তা এজন্য যে, তারা বলে, ‘ব্যবসা তো সুদের মতোই’। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ ও সুদকে অবৈধ করেছেন।” (সূরা-০২: বাকারা, আয়াত-২৭৫)। এরপর এই নামাজ আদায়কারী যখন নামাজ শেষে নিজ কর্মস্থলে যাচ্ছেন, তখন তিনি সুদের কারবারে জড়িয়ে যাচ্ছেন। আমরা দাবি করছি না যে, সালাতে পঠিত আয়াতের অর্থ বুঝলে তিনি কখনোই সুদের কারবার করবেন না, কিন্তু যদি তিনি সালাতে পঠিত আয়াতের মর্মার্থ বুঝতেন, তাহলে তা কি একবারের জন্যও তার বিবেককে নাড়া দিত না?

কুরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহর কালাম। নাজিল হয়েছে আরবী ভাষায়। এর শব্দবিন্যাস, ছন্দ, সৌন্দর্য, ব্যঞ্জনা, অন্তর্নিহিত শক্তি ও গভীরতা নিঃসন্দেহে অতুলনীয়। কুরআন যেহেতু দল, মত, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের হিদায়েতের জন্যেই নাজিল হয়েছে; তাই সমগ্র মানবজাতির জন্য কুরআনকে সহজ করা হয়েছে, যাতে মানুষ সহজে এর অন্তর্নিহিত মর্মবাণী বুঝতে পারে ও একে জীবনে ধারণ করতে পারে। আল্লাহতায়ালা বলেন, “নিশ্চয় আমি

কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?” (সুরা-৫৪: ক্বমার, আয়াত-১৭, ২২, ৩২ ও ৪০)। উপদেশ গ্রহণ করার জন্য কুরআন অনুধাবন করা যে সহজ এই কথাটির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য মহান আল্লাহ একই সুরায় চার আয়াতে একই কথা বারবার বলেছেন। সুতরাং মহান আল্লাহ যেখানে কুরআনকে সহজ করে দিয়েছেন পড়ার জন্য, অনুধাবনের জন্য, গবেষণার জন্য; উপদেশ গ্রহণ করে আলোকিত জীবন গড়ার জন্য, সেখানে কুরআন অনুধাবন করা সহজ নয়— একথা নিতান্তই অবাস্তব।

স্পষ্টত অনুভব করা যায় যে, চৌদশ বছর আগে অধঃপতিত জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষগুলো এই কুরআনের মর্মার্থ অনুধাবন ও তা অনুসরণ করেই নিজেদেরকে পৃথিবীর সেরা মানুষে রূপান্তরিত করেছিলেন। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিশ্বমানবতার। তাহলে আমরা কেন আজ কুরআন না বুঝে শুধুমাত্র তিলাওয়াত করেই আত্মতৃপ্তি অনুভব করছি? আমরা কুরআন না বুঝে পড়লেও আল্লাহ আমাদেরকে প্রতি হরফে দশ নেকি থেকে বঞ্চিত করেন না, তাই বলে কি আমরা কুরআন আরবী থেকে শব্দে শব্দে বুঝে পড়ার চেষ্টা করব না? দেখুন, কুরআন এসেছে অনুধাবনের জন্য; মানুষের চিন্তা ও গবেষণার নতুন নতুন দ্বার উন্মুক্ত করার জন্য। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে সুরা ছোয়াদের ২৯নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন— “হে মুহাম্মাদ! এই কিতাব (কুরআন) যা তোমার ওপর নাজিল করেছি তা একটি বরকতময় কিতাব। মানুষ যেন এর আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে।” এজন্য সমাজের সকল মানুষকে বিশুদ্ধ উচ্চারণে তাজবিদসহ কুরআন তিলাওয়াতের পাশাপাশি আরবী থেকে শব্দে শব্দে কুরআনের অর্থ বোঝার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে।

সমাজে আল্লাহ-সচেতন এমন অনেক মানুষ রয়েছেন যাঁরা সরাসরি কুরআন পড়ে বুঝতে চান; কুরআনকে শব্দে শব্দে আরবী থেকে সরাসরি বুঝে বুঝে ধারণ করতে চান; কুরআনের আলোয় আলোকিত হয়ে জীবন গড়তে চান। কুরআন দেখে পড়তে পারলেও যাঁরা কুরআনের অর্থ বুঝতে পারেন না, কিন্তু কুরআনের গাম্ভীর্য ও গভীরতাকে উপলব্ধি করতে চান, তাঁদের জন্যই লেখা হয়েছে এই গ্রন্থ। এমন অনেক নামাজ আদায়কারী আছেন, যাঁরা সালাতে আল্লাহর সাথে কী কথা বলছেন সেই কথাগুলো বুঝে বুঝে বলতে চান। আল্লাহ এই সালাতে

আমাদের থেকে কী চান বা আমরা আল্লাহর কাছে সালাতের মাধ্যমে কী চাই, যাঁরা এটি বুঝতে চান তাঁদের জন্য এই গ্রন্থ। একজন মুসলিম হিসেবে অর্থসহ তাদাব্বুর ও অনুধাবনের সাথে কুরআন বুঝে পড়া যাঁদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন! এই গ্রন্থটি তাঁদের জন্যই। যাঁরা ইতোমধ্যে বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন, একবার ভেবে দেখুন তো, কেমন হবে যদি যা পড়ছেন, তা সরাসরি আরবী থেকেই শব্দে শব্দে বুঝতে পারেন?

এই গ্রন্থটি লেখার আগে কী কী হোমওয়ার্ক করা হয়েছে? কুরআনের অর্থ অনুধাবনের জন্য বর্তমানে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত বিভিন্ন অনুধাবন পদ্ধতি ও সিলেবাসের ওপর জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। সারা পৃথিবীতে প্রচলিত বাংলায় কুরআন অনুধাবন কোর্সগুলোর ওপর লিটারেচার রিভিউ করা হয়েছে। জরিপ ও লিটারেচার রিভিউ এর ফলাফলের ভিত্তিতে এই গ্রন্থটির কন্টেন্টগুলো তৈরি করা হয়েছে। পাঠকবৃন্দের জন্য কঠিন হবে বিধায় এই গ্রন্থে গবেষণাবিষয়ক অনেক বিষয়ই আমরা আনিনি। তবে এই গ্রন্থে যে কন্টেন্টগুলো আমরা পাঠকবৃন্দের জন্য হাজির করেছি, তা শতভাগ প্রায়োগিকভাবে গবেষণাকৃত। আমরা প্রয়োজনীয় স্থানে বোঝার সুবিধার্থে আরবী আয়াত, আয়াতের অর্থ ও উচ্চারণকে কালার কোডিং করে দিয়েছি, যাতে পাঠকগণ শব্দে শব্দে আরবী আয়াত বুঝে বুঝে পড়তে পারেন। এটি অনেক সময়সাপেক্ষ ও কঠিন কাজ হলেও আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। এই গ্রন্থটি পড়লে দৈনন্দিন জীবনে কুরআন তিলাওয়াতকালে কুরআনের শব্দ, আয়াত ও বাক্যবিন্যাস আপনার কাছে পরিচিত মনে হতে পারে। তাছাড়া সালাতে পঠিতব্য বিভিন্ন সূরা ও দোয়ার অর্থ অনুধাবনের মধ্য দিয়ে আপনি নামাজ আদায়ে সালাতের প্রকৃত স্বাদ ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

সমাজে আজ হিংসা, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, নিরক্ষরতা, অশিক্ষা-কুশিক্ষা, দারিদ্র্য, স্বার্থপরতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, বিদ্বেষ আর অশান্তির ছড়াছড়ি। সমাজের সবাই শান্তি চায়। আর আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হলে সকলের জন্য কুরআনের অর্থ বোঝা জরুরি। তবেই কেবল দূর হবে সন্ত্রাসবাদ, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার। আবার আসবে শান্তি। কুরআনের আলোয় হাসবে সমাজ। মানবতার পূর্ব দিগন্তে উদিত হবে সুহাসিনী প্রভাতের সুহাস্য সূর্য। মিলবে ইহ ও পরকালীন মুক্তি।

কীভাবে গ্রন্থটি পড়লে বেশি উপকৃত হবেন?

গ্রন্থটিকে ৩টি ভাগে ভাগ করুন। সর্বপ্রথম আপনার নিয়ত বা লক্ষ্য ঠিক করুন। মোট ৬ সপ্তাহে পুরো গ্রন্থটি পড়বেন।

১. প্রথম অধ্যায় থেকে তৃতীয় অধ্যায় পর্যন্ত প্রথম ২ সপ্তাহে পড়ুন। এতে রয়েছে কুরআনের সাধারণজ্ঞান ও অর্থসহ কিছু আয়াত। এই অংশটি আপনি কুরআনসম্পর্কিত সাধারণজ্ঞান অর্জনের জন্য পড়ুন। প্রয়োজনীয় স্থানে আভারলাইন করে দাগিয়ে দাগিয়ে পড়ুন। যেসকল তথ্য ও রেফারেন্স আপনার কাছে ইউনিক মনে হয় সেগুলো সম্ভব হলে আপনার নিজস্ব একটি ডায়েরিতে নোট রাখুন, যাতে পরবর্তীতে কোথাও কোন বক্তব্য দিতে গেলে কিংবা কাউকে কুরআনের দাওয়াত দেওয়ার সময় আপনি সেগুলোকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

২. চতুর্থ ও পঞ্চম এই দুটি অধ্যায়কে তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে পড়ুন। এই দুটি অধ্যায়কে আপনি আত্মস্থ করার ‘মূল পাঠ’ হিসেবে গ্রহণ করুন। এই দুটি অধ্যায়কে পাঠ্য গ্রন্থের পাঠের মতো করে অধ্যয়ন করুন। কারণ এখানে আছে কুরআন বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণসম্পর্কিত শব্দে শব্দে কালার কোডিং করা কুরআনের প্রায় ১০০টি আয়াত এবং পুরো কুরআনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শব্দমালা, যা কুরআনের সকল শব্দভান্ডারের প্রায় ৪৫%। এই দুটি অধ্যায়ে মোট ১৪টি পরিচ্ছেদ আছে। এক একটি পাঠ/পরিচ্ছেদ আপনি একদিনে পড়ে শেষ করার চেষ্টা

করুন। একদিনে এর বেশি পড়বেন না। বারবার পড়ে প্রতিটি অধ্যায়কে আত্মস্থ করুন এবং দৈনন্দিন কুরআন তিলাওয়াতকালে শেখা জিনিসগুলো পঠিত আয়াত থেকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন। গ্রন্থের সর্বশেষ পরিচ্ছেদ থাকা আরবী ব্যাকরণ আপনি প্রায়োগিকভাবে কুরআন থেকে খুঁজে খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন।

৩. গ্রন্থের শেষে দেওয়া কুরআনের ৪৫ ভাগ শব্দের অভিধানটি পঞ্চম ও ষষ্ঠ সপ্তাহে পড়ুন। ‘মুহসিন মেথডে’ বারবার MTST রুল অনুসরণ করে কালার কোডিং করা কুরআনের শব্দগুলো আত্মস্থ করার চেষ্টা করুন।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : হয়ে যাক হাতেখড়ি		
পরিচ্ছেদ	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
০১	কুরআন কী? এর মাহাত্ম্য কী?	
০২	পবিত্র কুরআনের নামসমূহ	
০৩	কুরআনের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য	
০৪	আয়াত কী? কীভাবে আয়াত গঠিত হয়? কুরআনে কতগুলো আয়াত আছে? সূরা কী? কীভাবে সূরা গঠিত হয়? কুরআনে কতগুলো সূরা আছে? মাক্কী ও মাদানী সূরা কী? সূরাক্রম, নাজিলক্রম, অর্থ ও বিষয়বস্তুসহ কুরআনের সুরাসমূহের বিন্যাস	
০৫	রুকু কী? কুরআন তিলাওয়াতের সাথে এর সম্পর্ক কী? কুরআনে কয়টি রুকু আছে? সেজদা কী? কুরআন তিলাওয়াতের সাথে এর সম্পর্ক কী? কেন সেজদা করা আবশ্যিক? কুরআনে সেজদার সংখ্যা ও অবস্থান	
০৬	পারা ও মঞ্জিল কী? কুরআনে মঞ্জিল সংখ্যা এবং হারাকাত (জবর, জের ও পেশ) সংযুক্তি	
০৭	কুরআন সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	
দ্বিতীয় অধ্যায় : আরবী ভাষার প্রাথমিক ধারণা ও কুরআনিক ভাষা শেখার কলাকৌশল		
পরিচ্ছেদ	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
০১	আরবী ভাষার পরিচয় ও ইতিহাস	
০২	আরবী ভাষার প্রকারভেদ	
০৩	আরবী ভাষার বৈশিষ্ট্য ও অনন্যতা	
০৪	কুরআনিক আরবী ভাষা ও অন্যান্য আরবী ভাষার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য	

০৫	কুরআন বোঝার যাত্রা গুরুত্ব আনে কিছু জরুরি জ্ঞাতব্য	
০৬	আমরা আরবী ভাষা কেন শিখব?	
০৭	আরবী শেখার দশটি সহজ উপায়	
০৮	খুব সহজে কুরআন বোঝার পাঁচটি কৌশল	
০৯	কুরআন বোঝার গুরুত্বের ব্যাপারে ভাষাবিদ ও মনীষীদের মতামত	
তৃতীয় অধ্যায় : মাতৃভাষায় কুরআনের অর্থ অনুধাবন, কুরআন এর প্রতি উপলব্ধি ও তাদাব্বুরে কুরআন		
পরিচ্ছেদ	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
০১	কুরআন কি আসলেই বুঝে পড়া উচিত? তাদাব্বুরে কুরআন কী, কেন কীভাবে? তাদাব্বুর, তাফাক্কুর ও তাযাক্কুর	
০২	অনূদিত কুরআন পড়ে অর্থ অনুধাবন ও মূল কুরআন পড়ে আরবী থেকে শব্দে শব্দে অর্থ অনুধাবনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য	
০৩	প্রচলিত কুরআনের অনুবাদে বিভ্রাট ও এর সমাধান	
০৪	আমার দুনিয়াদারি ও আসমানদারি সম্পর্কে কুরআন কি বলে?	
০৫	কুরআন বিমুখতা যেভাবে ইহকাল ও পরকালে বিপদ ডেকে আনবে	
চতুর্থ অধ্যায় : মজায় মজায় কুরআনের শব্দ শিখি		
পরিচ্ছেদ	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
০১	কুরআনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ১০টি শব্দ	
০২	৬টি সর্বনাম যা কুরআনে এসেছে ৫০০০ বার	

০৩	১০,০০০ বার ব্যবহৃত ১১টি অব্যয়বাচক শব্দ	
০৪	শব্দে শব্দে 'আউজুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ'	
০৫	২টি শব্দ কুরআনে এসেছে ৩৩৯১ বার	
০৬	কুরআনের ১১টি হ্যাঁ ও না বোধক শব্দ	
পঞ্চম অধ্যায় : শব্দে শব্দে অর্থসহ ৬ টি ফযিলতপূর্ণ সুরার আদ্যোপান্ত, জরুরী দোয়া ও অন্যান্য		
পরিচ্ছেদ	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
০১	প্রথম সুরা- শব্দে শব্দে অর্থ ও তাদাক্বুরসহ সুরা ফাতিহা	
০২	দ্বিতীয় সুরা- আরবী ব্যাকরণ ও অর্থসহ শব্দে শব্দে সুরা ফিল	
০৩	তৃতীয় সুরা- কুরআনের সবচেয়ে ছোট সুরা সুরা কাউসার	
০৪	চতুর্থ সুরা- বিষয়বস্তু ও ফজিলতসহ সুরা ইখলাস	
০৫	পঞ্চম ও ষষ্ঠ সুরা- কালো জাদু ও বাণ-টোনা থেকে নিরাপদ থাকার জন্য শব্দে শব্দে বুঝে বুঝে সুরা ফালাক ও সুরা নাস	
০৬	অর্থসহ শব্দে শব্দে প্রয়োজনীয় ১০টি দোয়া	
০৭	প্রশ্নোত্তরে কুরআনে বহুল আলোচিত ১০ জন নবী ও রাসূল ও তাঁদের নামের কুরআনিক শব্দভান্ডার	
০৮	একটুখানি আরবী ব্যাকরণ	
মুহসিন মেথডে এই গ্রন্থে আলোচিত কুরআনের ৪৫ ভাগ শব্দের অভিধান আত্মস্থকরণ		
কুইজ পাঠান পুরস্কার জিতুন		
গ্রন্থপঞ্জি		